**যেভাবে টেক জব (ইঞ্জিনিয়ারিং) এর জন্য আপনার প্রোফাইল তৈরি করবেন**

স্নাতক ডিগ্রিধারী শিক্ষার্থীরা প্রায়শই বুঝে উঠে পারে না, এত জায়গায় আবেদনের পরও, ঠিক কেন তাদের চাকুরির ইন্টারভিউয়ে ডাকা হচ্ছে না?

ধরা যাক, আপনি একজন খুবই ভালো প্রোগ্রামার। কিন্তু যে নিয়োগকারী কিন্তু সে কিন্তু আপনার দক্ষতা সম্পর্কে বিন্দুমাত্র জানে না।

আপনার দক্ষতা এবং আপনার যোগ্যতা প্রমাণ করার জন্য আপনাকে কিন্তু প্রথমেই জব ইন্টারভিউ-এর জন্য ডাক পেতে হবে। কিন্তু হাজার হাজার প্রার্থীর মধ্যে ঠিক কেন আপনাকে ডাকা হবে?

এই ইন্টারভিউয়ের ডাক পাওয়া এবং আপনার যোগ্যতা প্রমাণের জন্যই আপনার প্রয়োজন হয় একটি শক্তিশালী প্রোফাইলের।

টেক জবে প্রোফাইলের ধারণা অন্যান্য জবের থেকে একটু আলাদা। এখানে,প্রোফাইল দ্বারা বোঝানো হচ্ছে, আপনার লিঙ্কডইন, গিটহাব একাউন্ট এবং একজন প্রোগ্রামার হিসাবে সামগ্রিকভাবে আপনি আপনাকে যেমন ব্র্যান্ড হিসেবে যেভাবে উপস্থাপন করছেন।

এই নিবন্ধে কিভাবে টেকনোলজি ফিল্ডে চাকুরী কিংবা ইন্টার্ণশীপ পাওয়ার জন্য একটি শক্তিশালী প্রোফাইল তৈরি করবেন, সে সংক্রান্ত বিভিন্ন টিপস আলোচনা করব।আর হ্যাঁ, এই একই উপায় কিন্তু আমি নিজেও অনুসরণ করছি।

শুরু করা যাক?

এই নিবন্ধে আমি এই পুরো প্রক্রিয়াটিকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করব -

১. আপনার ব্র্যান্ড নির্মাণ

২. নেটওয়ার্কিং।

**আপনার ব্র্যান্ড নির্মাণ**

**একটি শক্তিশালী গিটহাব প্রোফাইল নিজের জন্য কথা বলবে**

কিছু ভিন্ন ধরণের প্রজেক্ট বানানোর চেষ্টা করুন, ঠিক গতানুগতিক ধারার বাইরে ইউনিক প্রোজেক্ট চেষ্টা করুন। এটি যে শুধুমাত্র একাডেমিক উদ্দেশ্যে হতে হবে তা না, আপনার পছন্দ এবং আগ্রহকে কেন্দ্র করে কিছু প্রজেক্ট করতেই পারেন।

প্রকৃতপক্ষে, এক্ষেত্রে সর্বোত্তম পন্থা হলো, অতিরিক্ত চিন্তা ঝেড়ে ফেলে আজই নিজেই প্রোজেক্ট শুরু করুন এবং করতে করতে শিখতে থাকুন। মনে রাখবেন, By doing is the best learning process. সুতরাং, পরিকল্পনায় আটকে না থেকে, আজই শুরু করতে হবে।

সেই সমস্ত প্রজেক্টগুলোকে যথাযথ কমিট এবং ওয়ার্ক-ফ্লো ব্যবহার করে গিটহাব -এ রেকর্ড করে রাখতে হবে। তবে ভাল প্রোগ্রামারদের মতে, পুরো প্রজেক্টটি একেবারে না করাই উত্তম, এটিকে একটি কমিট-এর অধীনে প্রকাশ করতে হবে। আপনার কমিটগুলোকে এভাবে রাখতে হবে, যেটা দেখাবে আপনি প্রতিদিন শিখছেন এবং আরো ভালো প্রোগ্রামার হয়ে উঠছেন।

হোটেল ম্যানেজমেন্ট বা লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট ধরণের জিনিস এড়িয়ে চলুন। এগুলো খুবই সাধারণ, বাস্তবায়ন করা সহজ এবং সম্পূর্ণ কোড ইন্টারনেটে পাওয়া যায়। এগুলো আপনার প্রোফাইলে খুব বেশি ভ্যালু অ্যাড করবে না।

যদিও ইউনিক প্রজেক্টগুলো তৈরি করা কঠিন, কিন্তু এক্ষেত্রে কিছু সাধারণ প্রজেক্টকেই চ্যালেঞ্জিং করে তৈরি করা যেতে পারে। ধরুন, আপনি একটি টু-ডু অ্যাপ বানাতে চান। একটি সাধারণ টু-ডু অ্যাপ বানানোর পরিবর্তে, এটিকে কোলাবোরেটিভ করুন। একটি সহজ কোলাবোরেটিভ ফিচার দিয়ে আপনি আপনার প্রজেক্টে একটি চ্যালেঞ্জিং দিক যোগ করতে পারছেন। এভাবেই আপনার প্রজেক্টগুলোতে চ্যালেঞ্জিং জিনিসগুলি অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করা উচিত, যাতে নিয়োগকারীরা জানতে পারে - আপনি যে কোনো সমস্যার সমাধান ক্রিয়েটিভ উপায়ে করতে পারেন।

এছাড়াও প্রজেক্টগুলোর একটি ভিজুয়াল কম্পোনেন্ট থাকা উচিত যাতে তা যে কেউই ব্যবহার করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, নিয়োগকারীকে আপনার গ্রাহক হিসেবে ভাবুন। সে যদি এটি ব্যবহার করে উপকৃত হয়, তবেই না তিনি ইমপ্রেসড হবেন। সুতরাং, যদি আপনি একটি ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করেন, তবে অবশ্যই ডেমো হিসেবে অনলাইনে একটি লাইভ ভার্সন চালু রাখুন।

**শুধুমাত্র ফ্রন্টএন্ড প্রজেক্ট এড়ানোর চেষ্টা করুন**

বেশিরভাগ কোম্পানি ফুল-স্ট্যাক ডেভেলপারদের সন্ধান করে থাকে। তাছাড়া, শুধুমাত্র ফ্রন্ট-এন্ড এর কাজ, আপনার চাকরীর সুযোগ সংকুচিত করে ফেলে। সুতরাং, আপনার কাজের মধ্যে ব্যাক-এন্ডও অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করুন।

আপনি যদি নিজেকে একজন মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপার হিসেবে মনে করেন, তাহলে সেখান থেকে স্যুইচ করা ভাল কারণ এটি শুধুমাত্র ফ্রন্টএন্ড কাজ (ফায়ারবেস ব্যবহার করলে আপনি ব্যাকএন্ড সম্পর্কে সঠিক ধারণন থেকে বঞ্চিত থেকে যাবেন)। তাই, আপনার ব্যাকএন্ড সম্পর্কে জ্ঞান রাখা উচিত এবং সেজন্য ডেটাবেস এবং এই ধরণের প্রযুক্তি ব্যবহার করে, সে প্রজেক্টের কাজগুলো করা উচিত।

**আপনার প্রজেক্টগুলো সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন**

শুধু প্রজেক্ট শেষ করেই কিন্তু আপনার কাজ শেষ নয়, এখন আপনার কাজ এটিকে ছড়িয়ে দেয়া এবং অন্যদের জানানো।

এক্ষেত্রে কিছু মাধ্যম হলোঃ ফেসবুক, লিংকডইন এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ- রেডডিট। কিছু Reddit পেজ যেখানে আপনি আপনার প্রজেক্টগুলো প্রদর্শন করতে পারেনঃ

[r/webdev](https://www.reddit.com/r/webdev/), [r/python](https://www.reddit.com/r/Python/) এবং [r/programming](https://www.reddit.com/r/programming/)।

এছাড়াও, আপনার প্রজেক্টের জন্য গিটহাবে 'স্টার' সংগ্রহ করার চেষ্টা করতে হবে। **আপনার পোস্টে, ব্যাখ্যা করুন - প্রজেক্টটি কি, এটি কোন ধরনের সমস্যার সমাধান করে এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে, এটি করার সময় আপনি কোন ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছেন এবং আপনি কিভাবে এটি সমাধান করেছেন**। সবচেয়ে ভাল হয়, যদি আপনি আপনার প্রকল্পের একটি ডেমো ভিডিও সংযুক্ত করতে পারেন।

**ওপেন সোর্স কমিউনিটিতে জড়িত হোন (ঐচ্ছিক)**

এটি আপনার প্রোফাইলে খুবই ইম্প্যাক্ট রাখবে। ওপেন-সোর্স প্রজেক্টগুলোতে কীভাবে কন্ট্রিবিউট করা যায়, সে সম্পর্কে আপনি এই [বিস্তৃত নির্দেশিকাটি](https://opensource.guide/how-to-contribute/) পড়তে পারেন। এই ধরনের কাজের মাধ্যমে আপনি শিখবেন - কিভাবে একটি বড় কোডবেজ বুঝতে হয় এবং কিভাবে কোনো টিমে কাজ করতে হয়। সবশেষে, ওপেন সোর্স কমিউনিটিতে উল্লেখযোগ্য অবদান আপনার জীবনবৃত্তান্তে উল্লেখ করতে ভুলবেন না।

এটা সত্যি, ওপেন সোর্স কন্ট্রিবিউশন দিয়ে শুরু করা কঠিন। যদি আপনি এটি পছন্দ না করে থাকেন, তাহলে জোরাজুরি করে করার কোনো প্রয়োজন নেই।  
  
**হোমপেজ তৈরি করুন**

গিটহাব কিন্তু একজন কোডার হিসেবে আপনার কাজ প্রদর্শনের জন্য একটি সেরা জায়গা।

শুরু করতে আপনাকে কেবল আপনার গিটহাব ইউজারনেম দিয়ে একটি রিপোজিটরি তৈরি করতে হবে- [এভাবে](https://github.com/ahmedsadman/ahmedsadman)। অসাধারণ কিছু গিটহাব প্রোফাইল পেজ রিপোজিটরি থেকে আপনি কিছু অনুপ্রেরণা পেতে পারেন। এজন্য - [Awesome Github Profile](https://github.com/abhisheknaiidu/awesome-github-profile-readme) Readme তে যেয়ে একটু ঘুরে আসতে পারে। গিটহাবে আপনার ইন্ট্রো যোগ করুন। এর মধ্যে আপনার সৃজনশীলতা দেখাতে পারেন।

গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার, গিটহাবের প্রথম পৃষ্ঠায় আপনার শীর্ষ প্রজেক্টগুলো পিন করতে ভুলবেন না।

**নলেজ শেয়ার করুন**

আপনার যদি একটি প্রযুক্তি ব্লগ না থাকে তবে একটি শুরু করুন। আপনি প্রতিদিন যে জিনিসগুলি শিখেন সে সম্পর্কে লিখুন। ব্লগিং আপনার শেখাগুলো আরো শক্তিশালী করবে।

শুরুতে আপনি আপনার মত নতুনদের জন্য নিবন্ধ লিখতে পারেন, অথবা যদি আপনি যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী হোন তবে আপনার ব্লগগুলোকে আরেকটু এডভান্সড লেভেলে লিখতে পারেন। **যখন অন্য লোকেরা আপনার ব্লগ দেখবে, তখন তারা বুঝতে পারবে আপনি কিভাবে চিন্তা করেন এবং কিভাবে আপনি সমস্যার সমাধান করেন**। কিন্তু ভুল তথ্য প্রকাশ না করার ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। আপনি আপনার ব্লগ শুরু করতে আপনার পছন্দমত ['হ্যাশনোড'](https://hashnode.com/) বা ['মিডিয়াম'](https://medium.com/) ব্যবহার করতে পারেন।

বিকল্পভাবে, আপনি যদি পছন্দ করেন তবে আপনার নিজস্ব ইউটিউব চ্যানেল শুরু করতে পারেন। আরও ভাল হয় যদি আপনি উভয় করতে পারেন। আমি আমার একজন সহকর্মীর কথা জানি,যাকে আমাজন ডেকেছিল কেননা কম্পিউটার বিজ্ঞান শেখানোর লক্ষ্যে তার একটি দুর্দান্ত ইউটিউব চ্যানেল ছিল ।

আপনি যাই করুন না কেন, প্রচার করুন। আগে বর্ণিত প্ল্যাটফর্মগুলি ব্যবহার করুন। এবং এমনভাবে করতে শুরু করুন, যাতে আপনার ব্লগ সম্পর্কে মানুষের জানতে পারে।

**ইন্টার্নশিপ এবং পার্ট-টাইম জব**

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, আপনার একাডেমিক জীবনে ইন্টার্নশিপ এবং পার্ট-টাইম জবের সাথে যুক্ত হন। এটি আপনার প্রোফাইলকে নিঃসন্দেহে শক্তিশালী করবে। ইন্টার্নশিপ বা পার্ট-টাইম জবে প্রবেশের সর্বোত্তম উপায় হচ্ছে নেটওয়ার্কিং। আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র এবং সংশ্লিষ্ট অনলাইন গ্রুপ এবং প্ল্যাটফর্মের সাথে একটি ভাল সংযোগ রাখুন।

**একটি সহজ এবং ন্যূনতম জীবনবৃত্তান্ত**

একটি সাধারণ Resume তৈরি করুন, অবশ্যই এতে কোন আইকন বা অভিনব ডিজাইন যোগ করবেন না। একটি সারসংকলন তৈরি করার জন্য, আমি হয় [Novoresume](https://novoresume.com/) অথবা একটি Latex-based Resume সাজেস্ট করতে পারি। আপনি [ওভারলিফে](https://www.overleaf.com/latex/templates/tagged/cv) Latex Resume Templates খুঁজে পেতে পারেন। **Resume একটি একক পৃষ্ঠা, ডবল কলাম অথবা একক কলাম হলে ভালো।** এতে আপনার ছবির প্রয়োজন নেই।

আপনার জীবনবৃত্তান্তে ক্রম অনুসারে নিম্নলিখিত সেকশনগুলো থাকা উচিতঃ

১। আপনার সম্পর্কে একটি ছোট ভূমিকা, যতটা সম্ভব সংক্ষিপ্ত। আপনি কোন ধরনের ভূমিকায় আগ্রহী এবং কিভাবে আপনি একটি কোম্পানিতে গুরত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারেন তা বর্ণনা করুন

২। শিক্ষা

৩। দক্ষতা (স্কিলস) (প্রযুক্তিগত, যেকোনো সফট স্কিল উল্লেখ করা গুরুত্বপূর্ণ নয়)

৪। অভিজ্ঞতা (কোন পার্ট-টাইম, ফুল-টাইম, রিমোট বা ফ্রিল্যান্স চাকরির অভিজ্ঞতা অন্তর্ভুক্ত করুন)

৫। প্রজেক্টসমূহ (প্রতিটি প্রকল্পের একটি ছোট বিবরণ এবং সেই প্রকল্পটি তৈরির জন্য কী সরঞ্জাম/টেক স্ট্যাক ব্যবহার করা হয়েছিল)। এছাড়াও, আপনার প্রকল্পে গিটহাব লিঙ্ক যুক্ত করুন। এখানে ডেমো লিঙ্ক যোগ করবেন না। আপনার গিটহাবের রিডমি পৃষ্ঠায় ডেমো লিঙ্ক থাকতে হবে

৬। কৃতিত্ব বা এচিভমেন্টস (যদি কোনো হ্যাকাথনে আপনি অংশগ্রহণ করে থাকেন এবং তার কোনো আলাদা প্রভাব থাকে)

এছাড়াও, আপনার Resume-এর শীর্ষে, আপনার লিঙ্কডইন এবং গিটহাব প্রোফাইলের লিঙ্ক দিতে ভুলবেন না। আপনার গ্রামার এবং বানান সম্পর্কে সতর্ক থাকুন।

আপনার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে লেখার সময়, **action-outcome** **rule** মেনে চলুন। সুতরাং এটি লেখার পরিবর্তে:

*অ্যাপ্লিকেশনটিতে X ফিচার প্রয়োগ করা হয়েছে।*

এটা লেখা যায়:

*অ্যাপ্লিকেশনে X ফিচার প্রয়োগ করা হয়েছে যা কোম্পানিকে দুই গুণ বেশি গ্রাহক ধরে রাখতে সাহায্য করেছে।*

**আপনার নেটওয়ার্ক বাড়ান**

**হ্যাকাথনে অংশগ্রহণ করুন**

যখনই আপনি একটি হ্যাকাথনে যাওয়ার সুযোগ পান, অংশগ্রহণ করুন। আপনি এটির জন্য প্রস্তুত কিনা তা নিয়ে ভাববেন না । এটিকে অন্যান্য ডেভেলপারদের সাথে কানেক্টেড হওয়ার সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করুন। এটি আপনাকে আপনার নেটওয়ার্ক বাড়াতে সাহায্য করবে।

হ্যাক্যাথন আপনাকে শিখাবে কিভাবে দলে কাজ করতে হয় এবং কঠোর সময়ের সীমাবদ্ধতার মধ্যে ক্রিয়েটিভ সমাধান নিয়ে আসতে হয়। এটি আপনার ধৈর্য এবং শৃঙ্খলা পরীক্ষা করবে। আপনি আপনার কিছু বন্ধুকে বেছে নিতে পারেন, যাদের সাথে আপনি ধারাবাহিকভাবে এই হ্যাকাথনে অংশগ্রহণ করবেন। আপনার Resume-এর কৃতীত্ব/এচিভমেন্ট সেকশনে কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা উল্লেখ করতে ভুলবেন না।

**লিঙ্কডইন আপনার রিপ্রেজেন্টেটিভ**

আপনার নিয়োগকর্তা প্রথমে লিঙ্কডইন দেখবেন। একারণে আপনার তথ্য সবসময় আপডেটেড রাখতে হবে। কমপক্ষে, আপনার প্রোফাইলে একটি ছবি, একটি কভার ফটো, একটি ছোট ভূমিকা, অভিজ্ঞতা, সম্মান এবং পুরষ্কার এবং কোন কোন ভাষায় আপনি কাজ করছেন তা থাকা থাকা গুরুত্বপূর্ণ।

প্রতিটি কোম্পানির অভিজ্ঞতার জন্য, পূর্বে বর্ণিত অ্যাকশন-ফলাফলের নিয়ম ব্যবহার করে আপনি কি করেছেন তা বর্ণনা করার চেষ্টা করুন।

আপনি জানেন, আপনি আপনার লিঙ্কডইন প্রোফাইলের সাথে একটি শিরোনাম সেট করতে পারেন। সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার লেখার পরিবর্তে, আপনি উচ্চাকাঙ্ক্ষী সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার (Aspiring Software Engineer) লিখুন। একইভাবে, ডেটা সায়েন্টিস্টের পরিবর্তে Aspiring Data Scientist ব্যবহার করুন। এইভাবে, যখন আপনি ইন্টারভিউতে বসবেন তখন ইন্টারভিউয়াররা আপনার জন্য সহজ হয়ে যাবে কারণ আপনি আসলে নিজেকে ইঞ্জিনিয়ার বলে দাবি করেননি, যার অভিজ্ঞতা শূন্য। এটি আরও স্পষ্ট করে দেয় - আপনি গর্বিত বা অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী নন।

**কানেকশন গড়ে তুলুন**

দয়া করে, লিঙ্কডইনকে ফেসবুক হিসেবে গণ্য করবেন না। এটি আপনার ফেসবুক বন্ধুদের কানেক্ট করার জায়গা নয় (যদিও আপনি এটি করতে পারেন এবং এটিতে অসুবিধার কিছু নেই)। আপনার এমন কানেকশনগড়ে তোলার দিকে মনোনিবেশ করা উচিত, যাদের একই কাজের আগ্রহ রয়েছে এবং যারা ইতিমধ্যে আপনার আগ্রহের চাকরির সেক্টরে কাজ করছেন। এইচআর এবং বড় কোম্পানির নিয়োগকারীদের সাথে কানেকশনকরার সুযোগ মিস করবেন না।

যদি আপনার কিছু টার্গেট কোম্পানি থাকে (যা আপনার উচিত) যার জন্য আপনি কাজ করতে চান, সেখানে যারা কাজ করেন তাদের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করতে পারেন।

অপরিচিতদের সাথে কথা বলতে মোটেও দ্বিধা করবেন না। লিঙ্কডইন এর প্রাথমিক লক্ষ্য হল আপনাকে অন্যান্য পেশাদারদের সাথে সংযুক্ত করা, তাই প্রথম কথোপকথন শুরু করতে দ্বিধা করা যাবে না।

যখন আপনি চাকরির বাজারে যাচ্ছেন, নিম্নলিখিত কাজগুলো করে দেখতে পারেনঃ

১। টার্গেট কোম্পানিগুলো থেকে মানুষের সাথে যোগাযোগ করুন

২। কিছু কিছু স্কিলের জন্য তাদের এন্ডোর্স করুন

৩। আপনি কে তা পরিচয় করিয়ে এবং আপনার দক্ষতা প্রদর্শন করে রেফারেলের জন্য মেসেজে তাদের জিজ্ঞাসা করুন।

প্রথমে, আপনি যাদের চেনেন না তাদের এন্ডোর্স করতে কিছুটা অদ্ভুত মনে হতে পারে। কিন্তু আপনাকে বুঝতে হবে কিভাবে এন্ডোর্সমেন্ট কাজ করে। সেই ব্যক্তি ইতিমধ্যেই একটি ভাল কোম্পানিতে কাজ করছে এবং অন্যান্য লোক ইতিমধ্যে তার দক্ষতার জন্য তাকে সমর্থন করেছে। আপনি এন্ডোর্স করার সময় "তার দক্ষতা সম্পর্কে অন্যান্য লোকের কাছ থেকে শুনেছেন" অপশনটিও নির্বাচন করতে পারেন।

আপনি দেখতে পাবেন যে ৫০% এরও বেশি লোক আপনার রেফারেল অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করবে বা উপেক্ষা করবে। তবে এটি আপনাকে চালিয়ে যাওয়া থেকে বিরত করা উচিত নয়।

এই মেসেজ ফরম্যাটটির ন্যায় আপনি একটি নোট রেখে মানুষের সাথে কানেক্টেড হতে পারেন:

*"হ্যালো, আমি X। আমি সত্যিই আপনার প্রোফাইল দেখে মুগ্ধ। আমি একটি অনুরূপ চাকরি ক্ষেত্র/আপনার কোম্পানিতে আগ্রহী. তাই আমি আপনার সাথে সংযোগ স্থাপন করতে চাই।"*

আবার, আপনি একটি রেফারেল চাইতে এই বার্তা বিন্যাস অনুসরণ করতে পারেন:

*"হ্যালো, আমি X। আমি দীর্ঘদিন ধরে আপনার কোম্পানিকে অনুসরণ করে আসছি এবং আমি আপনার প্রোফাইল দেখেও মুগ্ধ। আমি দেখছি এখনো কিছু চাকরির সুযোগ আছে। এখানে আমার গিটহাব প্রোফাইল (আপনার গিটহাব রাখুন) এবং এখানে আমার কিছু উল্লেখযোগ্য প্রজেক্ট রয়েছে যা আমি আপনাকে দেখতে চাই (গিটহাব কোড সহ আপনার কিছু প্রকল্প ডেমো লিঙ্ক রাখুন)। যদি আপনি আমাকে X কাজের অবস্থানের জন্য রেফার করতে পারেন তবে আমি খুব কৃতজ্ঞ হব। আগাম ধন্যবাদ জানিয়ে রাখছি। আপনার কাছ থেকে শুনবার জন্য উন্মুখ।"*

**রেকমেন্ডেশনের জন্য জিজ্ঞাসা করুন**

লিঙ্কডইনের রেকমেন্ডেশনের জন্য একটি সেকশন রয়েছে। কিছু রেকমেন্ডেশন থাকলে আপনার লিঙ্কডইন প্রোফাইলে আরো নিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করবে। ইন্ডাস্ট্রি প্রফেশনালস থেকে রেকমেন্ডেশন পেতে চেষ্টা করুন। সম্ভব হলে, একজন উচ্চপদস্থ পেশাজীবীর কাছ থেকে রিকমেন্ডেশন পাওয়ার চেষ্টা করুন। পাঁচটি সাধারণ রিকমেন্ডেশনের চেয়ে, একজন উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন পেশাদার থেকে শুধুমাত্র একটি রিকমেন্ডেশন আপনার চাকুরীতে বেশি ভুমিকা রাখবে। তবে, আপনার কমপক্ষে তিনটি রিকমেন্ডেশনের লক্ষ্য রাখা উচিত। যদিও খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়, আপনারও লোকদের দক্ষতা এন্ড্রোসের জন্য জিজ্ঞাসা করা উচিত।

**Coursera সার্টিফিকেট**

খুব দরকার তা নয়। আপনি যতটা চান কোর্সেরা সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে পারেন, কিন্তু এটি আপনাকে চাকরি পেতে কোনো সাহায্য করবে না। তবে, আপনার শেখার আগ্রহকে নিয়োগকর্তার সামনে তুলে ধরতে পারে।

উপরের আলোচিত বিষয়গুলো হলো কিছু সাধারণ নির্দেশিকা। এর অর্থ এই নয় যে আপনাকে সেগুলোই অনুসরণ করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, আপনি নিজের ব্লগ শুরু না করেও ভালো করতে পারেন। ওপেন সোর্স কন্ট্রিবিউশনের ক্ষেত্রেও একই কথা। সফল হওয়ার জন্য সবাইকে একই পথ অনুসরণ করতে হয়, তা না। কিছু লোক কেবল নেটওয়ার্কিংয়ের মাধ্যমে চাকরি পেতে পারে। কিছু নেটওয়ার্কিং এবং ব্র্যান্ডিং উভয় প্রয়োজন হতে পারে। এটি ব্যক্তিভেদে পরিবর্তিত হয় - যেখানে ভাগ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তবে আদর্শভাবে, আপনার যতটা সম্ভব মোকাবেলা করার চেষ্টা করতে হবে।

**ইন্টারভিউ এর জন্য প্রস্তুতি**

এখন যেহেতু আপনি জানেন কিভাবে আপনার প্রোফাইলকে আকর্ষণীয় করে তুলবেন, এখন সময় ইন্টারভিউ এর জন্য প্রস্তুতির । বিভিন্ন কোম্পানির বিভিন্ন ইন্টারভিউ পদ্ধতি রয়েছে:

১। কিছু কোম্পানি শুধুমাত্র আপনার ডেটা স্ট্রাকচার এবং অ্যালগরিদমের জ্ঞান মূল্যায়ন করবে

২। কিছু কোম্পানি আপনার প্রকল্প এবং অতীতের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে আপনার প্রযুক্তিগত যোগ্যতা, সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা এবং টিমওয়ার্কের ক্ষমতা মূল্যায়ন করবে। এছাড়াও আপনাকে যাচাই করবে একটি অত্যন্ত কঠোর সময় সীমাবদ্ধতার অধীনে কঠিন প্রজেক্ট প্রদান করে।

৩। কিছু কোম্পানি ১ এবং ৩ এর সমন্বয় করবে

আপনি যদি আপনার টার্গেট কোম্পানির ইন্টারভিউ পদ্ধতি সম্পর্কে জানেন, তাহলে আপনি সেই অনুযায়ী প্রস্তুতি নিতে পারেন। কিন্তু বিশ্বের যেকোন কোম্পানিতে কাজের জন্য প্রস্তুত হওয়া সবসময়ই একটি ভাল আইডিয়া। আপনি ইতিমধ্যে প্রজেক্টের কাজ করেছেন। আপনি আপনার রেজুইম-তে প্রজেক্টগুলো রেখেছেন সেগুলির প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকুন।

এখন, আপনার মৌলিক কম্পিউটার বিজ্ঞান জ্ঞানকে তীক্ষ্ণ করার সময়।

ডেটা স্ট্রাকচার এবং অ্যালগরিদম সম্পর্কে আপনার জ্ঞানকে তীক্ষ্ণ করতে, আপনার জীবনের প্রথম সাক্ষাৎকার দেওয়ার ৬-৮ মাস আগে বরাদ্দ করুন। আপনি এই টাইমলাইনে শুধুমাত্র DSA (ডেটা স্ট্রাকচার এবং অ্যালগরিদম) সমস্যার সমাধান করবেন। ইন্টারভিউ প্রস্তুতির জন্য আপনার Leetcode ব্যবহার করতে হবে। প্রায় ১০০ টি সহজ এবং ১০০ টি মাঝারি প্রশ্ন করার চেষ্টা করুন। তারপরে আপনার পছন্দের আরও সমাধান করা চালিয়ে যান। আপনি যদি এতে ভাল না হন, তবে এর উপর জোরজবরদস্তির দরকার নেই। বেশিরভাগ কোম্পানি সহজ প্রশ্ন করবে, এমনকি কিছু কোম্পানি এটি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করবে। ৬-৮ মাসের প্রস্তুতির সাথে, আপনি FAANG কোম্পানির ইন্টারভিউও চেষ্টা করতে পারেন। **দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলিতে একটি মিথ আছে যে, FAANG কোম্পানিতে প্রবেশের জন্য আপনাকে প্রতিযোগিতামূলক প্রোগ্রামার হতে হবে, যা সত্য নয়। একটি বিদেশী তৃতীয় বিশ্বের দেশ থেকে একটি FAANG কোম্পানিতে প্রবেশ করা সবসময় কঠিন, কারণ সেই ক্ষেত্রে, কোম্পানির প্রত্যাশা বারটি খুব বেশি, আপনি যাই করেন না কেন।** উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি বাংলাদেশ থেকে গুগলে আবেদন করছেন, তাহলে তাদের সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকা হলে তাদের প্রত্যাশা বার খুব বেশি হবে। অন্যদিকে, আপনি যদি একজন মার্কিন নাগরিক হন, তাহলে প্রত্যাশা বারটি মানসম্মত হবে এবং আপনাকে মোটামুটি সহজেই ডাকা হবে। হয়তো আপনি FAANG কোম্পানির যোগ্য, কিন্তু প্রমাণ করার জন্য যে আপনাকে প্রথমে ইন্টারভিউতে ডাকত পেতে হবে। এখানে, একটি শক্তিশালী প্রোফাইল আবার গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায়, আপনি কিভাবে শক্তিশালী প্রোফাইল পেয়েছেন (প্রতিযোগিতামূলক প্রোগ্রামিং বা প্রকল্প/ওপেন সোর্স কন্ট্রিবিউশন বা চাকরির অভিজ্ঞতা) কোন ব্যাপার না।

আজকের জন্য এতটুকুই। নীচের মন্তব্যতে আপনার প্রতিক্রিয়া এবং প্রশ্নগুলি জানাতে ভুলবেন না। আপনি যদি এরকম আরও নিবন্ধ চান, তাহলে মেইনলিকোডিং অবশ্যই ফলো করুন।